Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue:76
October-December 2023
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-11.05
Published: 2024-01.11
DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v19i76.258

The Competition Act, 2012 : A Shari'ah Review

Muhammad Mofazzal Hossain Rasel*

Abstract

Entrepreneurship is one way to earn money. Entrepreneurs are often in competition with one another to maximize profits. To uphold its constitutional obligations and safeguard the atmosphere of fair competition in business by eliminating the restrictive provisions of earlier legislation the government of Bangladesh has enacted "The Competition Act, 2012". In order to preserve a culture of fair competition in the commercial sector among the majority-Muslim population, it is necessary to highlight the value of Islamic injunctions in addition to conventional laws. The current study aims to ascertain the background of the Competition Act of 2012, as well as its significance, efficacy, comparative analysis from a Shari'ah perspective. Considering the objective and scope of the study, the research has been conducted following qualitative research methodology. In the research, the aforesaid statute has been found as an effective one to meet the demands of the age. The provisions of this Act are supported by the principles of Shariah, where issues like collusion, monopoly, oligopoly, syndication and abuse of position of authority are proscribed in the light of the Qur'an, Hadith and the opinions of the jurists and considered as offenses punishable under discretionary (ta'dhīr) punishment. As a whole, the findings of this research will contribute to raising public awareness among Muslims.

Keywords: Competition Law, Collusion, Monopoly, Oligopoly, Combination

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ : একটি শরয়ী পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

উপার্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো ব্যবসা। ব্যবসায় মুনাফা অর্জনে ব্যবসায়ীদের মাঝে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা একটি সাধারণ বিষয়। বাংলাদেশ

* Muhammad Mofazzal Hossain Rasel is a PhD Researcher, Islamic Studies, Jagannath University. He can be reached at : cmraseljnuis@gmail.com

সরকার তার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং এ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আইনের সংকীর্ণতা দূর করে ব্যবসায় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সুরক্ষায় 'প্রতিযোগিতা আইন ২০১২' প্রণয়ন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ রক্ষায় প্রচলিত আইনের সাথে ইসলামী অনুশাসনের উপযোগিতা উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর পটভূমি, এর গুরুত্ব, কার্যকারিতা, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলক পর্যালোচনা বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য। গবেষণার উদ্দেশ্য এবং পরিধি বিবেচনায় গবেষণাটি গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় এ আইন যুগচাহিদা পূরণে একটি কার্যকর আইন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ আইনের ধারাসমূহ শরয়ী মূলনীতি দ্বারা সমর্থিত, যেখানে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি, জোটবদ্ধতা এবং কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারের মতো বিষয়াদি কুরআন, হাদীস এবং ফকীহদের বক্তব্যের আলোকে নিষিদ্ধ এবং তাযীরী শাস্তির আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। সর্বোপরি, মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে এ গবেষণা ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।

মূলশব্দ : প্রতিযোগিতা আইন, যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি, জোটবদ্ধতা

ভূমিকা

প্রতিযোগিতা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের অন্যতম অনুষঙ্গ। উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা লক্ষণীয়। প্রতিযোগিতার মনোভাব ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসায়ে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন, পণ্যের গুণগত মানবৃদ্ধি, পণ্যের দাম ও মানের সমন্বয় ইত্যাদি কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত করে। ব্যবসায়ে এসকল ইতিবাচক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদেরকে বিভিন্ন অসৎ কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়। এসকল অসৎ কৌশল ব্যবসায়ের সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ ব্যাহত করে। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করা এবং বাজার স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা (Combination) অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে 'প্রতিযোগিতা আইন ২০১২' শিরোনামে একটি আইন প্রণয়ন করে। এ আইনের আলোকে সরকার প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। এ কমিশন আইন বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ইসলামে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত যেসব মূলনীতির বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে ব্যবসায় প্রতিযোগিতার বিষয়টি মানবিকতা, সুবিচার, সামাজিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই সাথে প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যকলাপ যেমন- মিথ্যা, প্রতারণা, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, মিথ্যা দালালি, যোগসাজশে মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে

সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সুরক্ষার নির্দেশনা প্রদান করেছে। একইসাথে ইসলাম বাজার ব্যবস্থাপনা তদারকিরও নির্দেশনা দিয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাটি গবেষণার মৌলিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research) অনুসরণ করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে এ গবেষণায় Content Analysis Method (আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি) প্রয়োগ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ কুরআন, হাদীস ও ফিকহের মূলনীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পরিভাষা পরিচিতি

মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে প্রবন্ধে ব্যবহৃত কিছু আইনি পরিভাষার পরিচিতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

- **ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion)**

ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion) অর্থ সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিনষ্ট করে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার অসৎ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত লিখিত অথবা অলিখিত চুক্তি বা সমঝোতা। (The Competition Act 2012) অর্থাৎ, বাজারের সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিনষ্টকারী যেকোনো চুক্তিই ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ হিসেবে বিবেচিত হবে, প্রতিযোগিতা আইনে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিনষ্ট করে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার অসৎ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত লিখিত অথবা অলিখিত চুক্তি বা সমঝোতা। যেমন, ২০১৯ সালের পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে শিল্প গোয়েন্দাদের প্রাথমিক তদন্তে ৩৪১ জন আমদানিকারকের মধ্যে ১ হাজার টনের বেশি পেঁয়াজ আমদানি করেছেন এমন ৪৭ জন আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে সন্দেহ করা হয়েছে (The Business Standard, Nov. 26, 2019)। এরকম কয়েকটি বা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের একজোট হয়ে দাম বৃদ্ধি ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion)-এর উদাহরণ।

- **মনোপলি (Monopoly)**

মনোপলি অর্থ মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোন অবস্থা (The Competition Act 2012)। মনোপলি শব্দটি গ্রিক শব্দ Monos এবং ল্যাটিন শব্দ Polis থেকে এসেছে। যেখানে Monos অর্থ একক এবং Polis অর্থ বিক্রেতা। সুতরাং Monopoly শব্দের শাব্দিক অর্থ একক বিক্রেতা। একচেটিয়া বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতার উপস্থিতি থাকলেও একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন থাকে। মনোপলির সংজ্ঞায়নে Milton Friedman বলেন,

> This contrasts with a monopsony which relates to a single entity's control of a market to purchase a good or service, and with oligopoly and duopoly which consists of a few sellers dominating a market.
>
> মনোপলি একটি পণ্য বা পরিষেবা কেনার জন্য একটি বাজারের একটি একক সত্তার নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত, যা অলিগোপলি এবং ডুপলির সাথে বৈপরীত্য করে, যা একটি বাজারে আধিপত্যকারী কয়েকজন বিক্রেতার সমন্বয়ে গঠিত (Friedman 2002, 208)।

অর্থাৎ, মনোপলি বাজারে একজন বিক্রেতা বা উৎপাদক সমগ্র বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- কোনো দেশের রেল পরিষেবা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ পরিষেবা যেখানে অন্য কোনো বেসরকারী একই ধরনের সেবা প্রদানকারী সংস্থা না থাকে। মনোপলি বাজার প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিনষ্ট করে। তার কয়েকটি কারণ হলো- এ ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে, ক্রেতারা বিকল্প কোনো উপায় পায় না; ফলে বিক্রেতা অসম্পূর্ণ তথ্য বা ভুল তথ্য দিলেও তা যাচাই করা ক্রেতাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং ক্রেতা এ সুযোগ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে।

- **ওলিগোপলি (Oligopoly)**

ওলিগোপলি হচ্ছে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোন অবস্থা। (The Competition Act 2012) ওলিগোপলি শব্দটি গ্রিক শব্দ Oligos এবং ল্যাটিন শব্দ Polis থেকে এসেছে। Oligos অর্থ হলো কতিপয় এবং Polis অর্থ বিক্রেতা। তাই ওলিগোপলিকে কতিপয় বিক্রেতার বাজার বলা হয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ কতিপয় বিক্রেতা বলতে দু'য়ের অধিক কিন্তু বেশি নয় এমন সংখ্যক ফার্মকে বুঝিয়েছেন। অর্থনীতির ভাষায়,

> The definition of oligopoly is a situation in which almost all output from production is controlled entirely by some small companies so that their decisions will affect each other. There are imperfections and obstacles in obtaining information about the product.
>
> ওলিগোপলি হল এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে উৎপাদন থেকে প্রায় সকল (বিপণন) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে কিছু ছোট কোম্পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যাতে তাদের সিদ্ধান্ত একে অপরকে প্রভাবিত করে। এতে করে পণ্য সম্পর্কে (চাহিদা, যোগান, দাম) বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তিতে অপূর্ণতা এবং বাধার সৃষ্টি হয় (Cubero & Trescastro-López 2020, 270-288)।

ওলিগোপলি বাজারে অল্পসংখ্যক বিক্রেতা থাকায় দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে দাম প্রায় অনমনীয় হয়। সর্বোপরি, বাজার ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা তথা ক্রেতা-বিক্রেতার সমন্বয় হ্রাস পায়। যেমন- বাংলাদেশে ঔষধের বাজারে গুটি কয়েক কোম্পানি প্রধান বিক্রেতা, সুতরাং প্রধান বিক্রেতা কোম্পানিগুলো একটি নির্দিষ্ট পণ্য তথা ঔষধের দাম কমালে অন্যরা কমাতে বাধ্য হয়, তাই বাংলাদেশের ঔষধের বাজার ওলিগোপলি বাজারের উদাহরণ।

- **জোটবদ্ধতা (Combination)**

জোটবদ্ধতা অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা বা অঙ্গীভূত বা একীভূত হওয়া। (The Competition Act 2012) অর্থাৎ, প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিনষ্ট করে বিক্রেতাদের জোটবদ্ধতা। বিশ্বের তেল উৎপাদনকারী বিশ্বের ১৩টি দেশের জোট ওপেক, এরা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে পণ্যের দাম ও উৎপাদন পরিমাণ নির্ধারণ করে এ অবস্থা জোটবদ্ধতার উদাহরণ। জোটবদ্ধতার মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবন্ধক হলো, কোনো পণ্য মজুদদারী, উৎপাদন বা আমদানিতে কারসাজি করে বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে।

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর পটভূমি

বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতা আইন করা হয়। বাংলাদেশ ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করেছে। বাজারকে অস্থিতিশীল করতে যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম একটি পন্থা হলো একচেটিয়া (Monopoly) ব্যবসা। একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধে স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে "Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance, 1970 (Ord. V of 1970)" প্রণয়ন করা হয় (Bangladesh Competiton Comission 2018, 1)। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ অধ্যাদেশটিকে ১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 দ্বারা বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব আইন হিসেবে গ্রহণ করে (MolJPA 1973, Schedule-2)। কিন্তু ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে বিষয়টি ছাড়াও বাজারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী অন্যান্য কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এ সকল সমস্যা নিরসনে সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনে। পাশাপাশি দেশে সিভিল সোসাইটি ও ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপিত হয়। গত শতাব্দীর ৯০-এর দশক থেকেই বাংলাদেশ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করে, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সম্প্রসারণ ঘটে। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রধান শর্তই হলো উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা। অর্থাৎ, বাজারের স্বাভাবিক লেনদেনে কেউ কারসাজি করে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না বা পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে কোনো মনোপলি করতে পারবে না অথবা কোনো কর্তৃত্বময় অবস্থান কাজে লাগিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কিন্তু এ সম্পর্কিত কোনো পূর্ণাঙ্গ আইন ছিলো না। এরই প্রেক্ষিতে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ প্রণীত হয় (Qayyum 2023, NP)।

প্রতিযোগিতা আইনের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার পাশাপাশি উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন। বাজারে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা থাকলে উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইন নতুন হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ আইন প্রয়োগ ও

বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে। গবেষণায় বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতা আইনের বাস্তবায়নের ইতিবাচক দিকসমূহ উঠে এসেছে, গবেষণালব্ধ কয়েকটি ফলাফল হলো:

১. প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কার্যক্রম নির্মূল করা গেলে উৎপাদনশীলতা দীর্ঘমেয়াদে ১০%পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে (Arnold et. al 2011, 90-105) ।

২. যে সকল দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর নেই, তাদের তুলনায় যে সকল দেশে কার্যকর আছে, তাদের অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধি ২% থেকে ৩% বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। (Gutman & Voigt 2014)।

৩. জাতীয় প্রতিযোগিতা নীতি বাস্তবায়নের ফলে অস্ট্রেলিয়ার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। (Productivity Commission 2005)।

৪. যে সকল বাজারে কার্টেল বা যোগসাজশ প্রতিরোধ করা গেছে, সে সকল বাজারে মূল্য ২৩% পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে (Connor & Bolotova, 2006)।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিযোগিতা আইন ভালোভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার কমপক্ষে ২ শতাংশ বাড়বে (Qayyum 2023, NP)।

প্রতিযোগিতা আইনের উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করার জন্য প্রতিযোগিতা আইনের ৫ ধারা মোতাবেক সরকার ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করেছে। এ নির্দেশনা অনুসারে সরকার ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'প্রতিযোগিতা কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠন করে। (Bangladesh Gazette, Dec.17, 2012) এ আইনের ৭ ধারা মোতাবেক একজন চেয়ারপারসন এবং চারজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠন করা হয়েছে। জনাব ইকবাল খান চৌধুরী (২০১৬-২০১৯) প্রতিযোগিতা কমিশনের সর্বপ্রথম কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে জনাব মফিজুল ইসলাম (২০১৯-২০২২) এবং নভেম্বর ২০২২ থেকে জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী এ কমিশনের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কমিশন আইনের নির্দেশনা অনুসারে ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (চেয়ারপার্সন ও সদস্য) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫', 'বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন চাকরি বিধিমালা, ২০১৯', 'বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (অনুসন্ধান, তদন্ত, পুনর্বিবেচনা ও আপিল) প্রবিধানমালা, ২০২২' ও 'বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (তহবিল) ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা, ২০২২' প্রণয়ন করেছে।

কমিশন ভোক্তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্বপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করছে, যা দেশের ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু দেশের ব্যবসায়িক পরিধি বিবেচনায় এ কমিশনের স্বল্প জনবল ও স্বল্প কার্যক্রম ব্যবসায়ের প্রকৃতি প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে খুব সামান্যই প্রভাব বিস্তার করছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩

সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন মাত্র ১২টি মামলা নিষ্পত্তি করে আদেশ দিয়েছে (Qayyum 2023, NP)।

বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নশীল এবং গতিময়। প্রতিযোগিতা আইনের অনুপস্থিতিতে বাজারে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী, সিন্ডিকেট এবং প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ও পরিবেশন নিয়ন্ত্রণ করে মূল্য বৃদ্ধি, পণ্যের কৃত্রিম সংকট, জোটবদ্ধতা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা পরিপন্থি কাজ করে আসছে। প্রযুক্তির ব্যবহার ও ই-কমার্স এর প্রসার লাভের ফলে নতুন নতুন ব্যবসার মডেল আবিষ্কার হচ্ছে, ফলে বাজারের গতি প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ সকল কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে আইন অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রতিযোগিতা আইন-২০১২ এর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ - এর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ তে ৭টি অধ্যায়ে সর্বমোট ৪৬টি ধারা রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত আইনের সকল ধারা-উপধারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপস্থাপন করা উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রবন্ধের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহের মূল ভাষ্য চলতি ভাষায় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

- আইনের ৫ নং ধারায় সরকারকে একটি কমিশন গঠনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতা আইনের ৭ নং ধারায় এ কমিশনের ১ জন কমিশনার ও ৪ জন সদস্য থাকার নির্দেশনা রয়েছে।
- ৮নং ধারায় প্রতিযোগিতা কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলির উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে :
  ১. বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়াদি নির্মূল করা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা।
  ২. প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা ও বজায় রাখা।
  ৩. অভিযোগের তদন্ত করা এবং তদন্তে প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হলে মামলা দায়ের ও মামলা পরিচালনা করা।
  ৪. প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করা।
  ৫. প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ১৫ নং ধারায় বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ব্যক্তি কোনো পণ্য বা সেবার উৎপাদন, সরবরাহ, বিতরণ, গুদামজাতকরণ বা অধিগ্রহণ

সংক্রান্ত এমন চুক্তিতে বা ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশে (Collusion), প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, আবদ্ধ হতে পারবে না যা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে বা বিস্তারের কারণ ঘটায় কিংবা বাজারে মনোপলি (Monopoly) অথবা ওলিগোপলি (Oligopoly) অবস্থার সৃষ্টি করে।

- ১৬ নং ধারাতে বলা হয়েছে, কর্তৃত্বময় হিসাবে গণ্য কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার করতে পারবে না।
- ৩৬ নং ধারায় অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রকাশ না করার কথা বলা হয়েছে। এ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, কমিশন কর্তৃক বা কমিশনের পক্ষে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া গেলে তা এই আইন বা অন্য কোনো আইনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো কারণে, সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লিখিত পূর্বসম্মতি ব্যতিরেকে প্রকাশ করা যাবে না।
- প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ তে বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তির আলোচনা এসেছে। যেমন, ১৯ নং ধারায় এক বা একাধিক পক্ষের অপূরণীয় ক্ষতি না হওয়ার শর্তে ব্যবসা কার্যক্রম সাময়িক বিরত রাখা, ২০ নং ধারায় তদন্ত শেষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা, কর্তৃত্বময় ক্ষমতার অপব্যবহার না করতে নির্দেশ প্রদান করা, ২৪ নং ধারায় কারাদণ্ডসহ আর্থিক জরিমানার বিধান উল্লেখিত হয়েছে।

‘প্রতিযোগিতা আইন ২০১২’ এর শরয়ী পর্যালোচনা

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ কে যদি শরয়ী দৃষ্টিকোণের আলোকে পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে আইনটি শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল। যেমন:

> আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সেখানে সুষ্ঠু ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ﷺ ক্রেতা ও বিক্রেতাসহ সকলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য ‘আল-হিসবাহ’[১] ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছিলেন। এ কাজে তিনি সাঈদ ইবনুল আস বিন উমাইয়া রা. কে নিযুক্ত করেছিলেন (Al Shahāwī 1962, 17)। কখনো কখনো তিনি ﷺ নিজেই বাজার পর্যবেক্ষণ করতেন (Muslim ND, 102)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের পরে খুলাফায়ে রাশেদীন এ কাজ অব্যাহত রাখেন। দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. নিজেই বাজারে ঘুরে বেড়াতেন এবং এ ধরনের অসাধু ব্যবসায়িক তৎপরতা রোধে ভূমিকা রাখতেন। তাবেয়ী সায়েব বিন ইয়াযিদ এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, উমর রা. বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন,

---

১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নিমিত্ত শরী‘আহ আইন বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করে শরী‘আহভিত্তিক জীবন-যাপনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক পদক্ষেপকে আল-হিসবাহ বলে। (Zafar 2022, 43)

كُنْتُ عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ

আমি উমর রা. এর খিলাফতকালে আব্দুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদের সাথে মদীনার বাজার পর্যবেক্ষণ কর্মচারী ছিলাম এবং আমরা নাবাতীদের কাছ থেকে এক দশমাংশ আমদানি কর আদায় করতাম (Mālik 1425H, 977)।

উমর রা. হিসবাহ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য হারিছ ইবনুল আস ও সুলায়মান ইবন ইয়াসারকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন (Al Ẓāhir & Tabarrah1997, 120)। আলী রা.-ও হিসবাহ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে অপরাধীদের শাস্তি দিতেন। ইসলামী খিলাফতের সকল খলীফা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শাসনামলে নিয়মিত বাজার তদারকি করা হতো (Zafar 2022, 44-47)।

ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনা বৃদ্ধির বিষয়টিও শরীয়তের ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। ইসমাঈল ইবনে উবাইদ ইবনে রিফাআ তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ঈদের মাঠে রওনা হন। তিনি ﷺ লোকদের কেনা-বেচায় জড়িত দেখে বলেন,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ، وَبَرَّ، وَصَدَقَ

হে ব্যবসায়ীরা!' (এ কথা শুনে) তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ডাকে সাড়া দিল এবং নিজেদের ঘাড় ও চোখ উঠিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি ﷺ বললেন, 'কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসিক বা গুনাহগাররূপে উঠানো হবে; কিন্তু যেসব ব্যবসায়ী আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, নির্ভুলভাবে কাজ করে এবং সততা ধারণ করে, তারা এর ব্যতিক্রম। (Al Tirmidhī 1395H, 1210)

ইসলাম যেকোনো বিচার পরিচালনায় নিরপেক্ষভাবে বিচার পরিচালনার নির্দেশনা দেয়। এক্ষেত্রে বিচারককে নিরপেক্ষ মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। তাকে দলমত উপেক্ষা করে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে হবে। নিরপেক্ষ থাকলেই তার পক্ষে ইনসাফপূর্ণ বিচার করা সম্ভব। নিরপেক্ষতার বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

হে মু'মিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার কাছাকাছি। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত (Al Qur'ān, 5:8)।

এছাড়াও শরীয়তে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণাপ্রসূত মানবকল্যাণমূলক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. নিজ গবেষণাপ্রসূত মুদারাবা ব্যবসায়ের শর্তাবলি আবিষ্কার করলে

রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সমর্থন করেন, ফলে এটি ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত,

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَجَازَهُ

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব মুদারাবা পদ্ধতিতে মূলধন বিনিয়োগ করতেন এবং মুদারিবের ওপর নিম্নবর্ণিত শর্তাদি আরোপ করতেন : (ক) মুদারিব তার মালামাল নিয়ে সাগরপথে পরিভ্রমণ করবেন না; (খ) উপত্যকা পাড়ি দেবেন না; (গ) গবাদিপশু কেনাবেচার ব্যবসায় করবেন না। এসব শর্ত লঙ্ঘন করে কারবার করলে এবং তাতে ক্ষতি হলে মুদারিব সেজন্য দায়ী হবেন। এ শর্তগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পড়ে শোনানো হলে তিনি তাতে অনুমোদন দেন (Al Baihaqī 2003, 119)।

সুতরাং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার ব্যবস্থা তদারকির জন্য রাষ্ট্র 'বাজার-প্রশাসন' প্রতিষ্ঠা করবে এবং বাজার ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য কর্মচারী নিযুক্ত থাকবে যারা অব্যবস্থাপনা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সেইসাথে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচীও গ্রহণ করবে যেমনটি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বিভিন্ন কর্মপন্থার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইনের ৫,৭ ও ৮ নং ধারায় উল্লেখিত বিভিন্ন আইনি নির্দেশনার সাথে শরীয়তের দিকনির্দেশনার মিল পাওয়া যায়।

- এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাজারের সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যসমূহের ফলে অন্যের অর্থনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষায় মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

তোমরা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ খেয়ো না। (Al Qur'ān, 2:188)

এ আয়াতে পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তুষ্টির শর্তারোপ করা হয়েছে, অথচ প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যক্রম তথা ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি, জোটবদ্ধতা ও কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার ইত্যাদিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তুষ্টি থাকে না। ইসলামে যেকোনো ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি, জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ। যেমন, ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশের সাথে নাজাশ (النجش) এর সম্পর্ক রয়েছে। নাজাশ সম্পর্কে ইবনু হাযম রহ. বলেন,

هو أن يريد البيع فينتدب إنسان للزيادة فى البيع، وهو لا يريد الشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته-

বিক্রেতা কর্তৃক জিনিস বিক্রি করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করা যাতে সে বেশি দাম বলে। বস্তুত সে তা ক্রয় করার জন্য নয়; বরং অন্যকে প্রতারিত করার জন্য এরূপ দাম বলে। যাতে ক্রেতা তার দাম শ্রবণ করে আরো বেশী দাম বলে। (Ibn Ḥazam ND, 7/372)

এখানে বিক্রেতা ও প্রতারক ক্রেতার সাথে একধরনের ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ ঘটেছে। শরীয়তে এ ধরনের নাজাশ হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয় (Al Tirmidhī 1395, 1315)।

ইবনু কুদামা রহ. বলেন,

ولأن فى ذلك تغريرا بالمشترى، وخديعة له

এ ধরনের (নাজাশ) বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হল, এটি ক্রেতার সাথে প্রতারণা করা ও তাকে ধোঁকা দেয়ার শামিল। (Ibn Qudāmah 1417H, 6/304)

মনোপলিকে আরবীতে سوق المنافسة الإحتكارية বলা হয়। মনোপলির বিধান সম্পর্কে চার মাযহাবের ইমামদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। মালিকী মাযহাবের মতানুসারে মনোপলি হলো, বাজারে দামবৃদ্ধির প্রভাবে কোনো ব্যক্তির পণ্য মজুদ করা, তবে খাদ্যপণ্য এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হানাফী মাযহাবের মতানুসারে মনোপলি হলো, বাজার হতে কোনো খাদ্যপণ্য ক্রয়করে দামবৃদ্ধি পর্যন্ত ৪০ দিনের অধিক সময় হয়ে মজুদ করা। শাফিয়ী মাযহাবের মতানুসারে মনোপলি হলো, বাজারের সকল পণ্য ক্রয় করে ভোক্তাদের প্রয়োজনের সময় বেশি মূল্যে তা বিক্রি করা। হাম্বলী মাযহাবের মতানুসারে মনোপলি হলো, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সব কিনে নেয়া, যার ফলে ভোক্তারা সমস্যার মুখোমুখি হয় (Musaed 2010, 37-38)।

শরীয়তের 'সাদ্দুয যারায়ে' (سد الذرائع)[২] মূলনীতির আলোকে মনোপলি নিষিদ্ধ, কারণ মনোপলিতে দৃশ্যমান একব্যক্তি দ্বারা পণ্য ক্রয় বৈধ হলেও বাজারের সকল পণ্য ক্রয় বৈধ ব্যবসাকে অবৈধ মজুদদারীর দিকে ধাবিত করে। একই সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন বৈধ হলেও মনোপলির মাধ্যমে অধিক মূল্যে ক্রেতারা পণ্য কিনতে বাধ্য হয়। সর্বোপরি, জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণের পথ বাধাগ্রস্ত হয় (Johan 2015, 170)।

ওলিগোপলিকে আরবীতে سوق احتكار القلة বলা হয়। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তাঁর সহচরবৃন্দ ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে নিষেধ করেছেন। কারণ তারা যখন ঐক্যবদ্ধ হবে আর সাধারণ মানুষ তাদের পণ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে তখন তারা এর মূল্য বাড়িয়ে দেবে। সুতরাং বিক্রেতারা যারা তাদের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট মূল্য ছাড়া পণ্য বিক্রি করবে না বলে সিন্ডিকেট করেছে, তাদের প্রতিহত করাই শ্রেয় (Al Shahāwī 1962, 17)। এছাড়াও মনোপলি যে সকল কারণে নিষিদ্ধ, সে সকল কারণ বিদ্যমান থাকায় ওলিগোপলিও শরীয়তের আলোকে নিষিদ্ধ।

২. সাদ্দুয যারায়ে হলো এমন বৈধ উপকরণ রুদ্ধ করা, যার দ্বারা অকল্যাণ সাধিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং তার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই অধিক প্রাধান্য পায়। (Ibn Al Qayyim 1411H, 3/108)

গুদামজাতকরণ বা মজুদদারি ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মা'মার বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত হাদীস, মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَا يَحْتَكِرُ اِلَّا خَاطِئٌ

অপরাধী ব্যতীত কেউই গুদামজাত করে রাখে না (Muslim ND, 1605)

মনোপলি, ওলিগোপলি ও জোটবদ্ধতার মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়, তাহলো একচেটিয়া অস্বাভাবিক বাজারদর নির্ধারণ করা। বিক্রেতা তার উৎপাদন খরচের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করে লভ্যাংশসহ পণ্য বিক্রয় করে। ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। বাজারব্যবস্থা স্বাভাবিক গতিতে চললে পণ্যের মূল্যও স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেননি। এ সম্পর্কে আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত হাদীস,

غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা এসে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন তিনি ﷺ বললেন, "প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। তিনিই মূল্যবৃদ্ধি করেন, তিনিই সস্তা করেন। রিযিকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এ অবস্থায় যে, তোমাদের কারো রক্ত বা ধন-সম্পদের ব্যাপারে কোনোরূপ অন্যায়-অবিচারের দাবি আমার উপর থাকবে না। (Ibn Mājah ND, 2200)

তবে উপরিউক্ত হাদীসের অর্থ এ নয় যে, সর্বাবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ। জুলুম করে যদি জনসাধারণের উপর এমন মূল্য চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে তারা সন্তুষ্ট নয়, তবে এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ হারাম হবে (Al Qarḍāwī 1984, 353)।

দাম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রতিযোগিতা আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফকীহগণ ইসলামী শরীয়ার আলোকে এ ধরনের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাঁরা স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবসায়ীদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অধিকার দেয়া যায় না (Yahya 2003, 340)।

- ইসলামী শরীয়ত মানুষের গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

  مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহও কিয়ামত দিবসে সে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন (Ibn Mājah ND, 2544)।

কোনো ব্যবসায়ীর কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাকে সংশোধনের উদ্দেশ্য অথবা জনস্বার্থে তা প্রচার করা যাবে। এছাড়া শরীয়তের নির্দেশনা হলো, কোনো তথ্য

পেলেই তা প্রচার করা যাবে না; বরং তা যথাযথ যাচাই-বাছাই করতে হবে। তথ্যের যাচাই-বাছাই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

হে মু'মিনগণ! কোনো পাপাচারী যদি তোমাদের কাছে খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে নাও, তা না হলে তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে বসবে, ফলে তোমরা যা করেছ সেজন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে (Al Qur'ān, 49:6)।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (তার সত্যতা যাচাই না করে) তাই বলে বেড়ায়। (Muslim ND, 996)

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের কৌশল, বাজার তথ্য, পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া ইত্যাদি একজন ব্যবসায়ীর পুঁজিস্বরূপ। তাই শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে একথা বলা যায়, অনুমতি ও যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো ব্যবসায়ীর তথ্য জনসম্মুখে প্রচার করা যাবে না। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ৩৬ নং ধারার সাথে শরীয়তের দিক--নির্দেশনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

- ইসলাম যেকোনো বিচার পরিচালনায় নিরপেক্ষভাবে বিচার পরিচালনার নির্দেশনা দেয়। এক্ষেত্রে বিচারককে নিরপেক্ষ মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। তাকে দলমত উপেক্ষা করে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে হবে। নিরপেক্ষ থাকলেই তার পক্ষে ইনসাফপূর্ণ বিচার করা সম্ভব। নিরপেক্ষতার বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

হে মু'মিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার কাছাকাছি। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। (Al-Qurān: 5:8)

সুষ্ঠু লেনদেনের পরিপন্থি অপরাধগুলোর জন্য ইসলামে হুদুদ তথা নির্ধারিত শাস্তি না থাকলেও তাযীরী শাস্তি রয়েছে। তাযীর হলো:

تقدير العقوبة يُترك لاجتهاد ولي الأمر حسب ما يرى من المصلحة، وهو ما يسمى بالتعزير

শাস্তি নির্ধারণের বিষয়টি জনস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে শাসকের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেয়া। (Qairūz 2016, 100)

তাই বলা যায়, প্রতিযোগিতা পরিপন্থি অপরাধগুলোর জন্য শরীয়তে হুদুদ তথা নির্ধারিত শাস্তি না থাকলেও তাযীরী বিধানের আওতায় প্রচলন অনুযায়ী যে কোনো শাস্তি বিচারক দিতে পারেন।

সুতরাং ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সুরক্ষায় মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি নির্বিশেষে অপরাধীর দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি, স্বাক্ষ্য গ্রহণ, শুনানী, ন্যায় বিচারের স্বার্থে স্থগিতাদেশ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা, কর্তৃত্বময় ক্ষমতার অপব্যবহার না করার নির্দেশনা, আর্থিক জরিমানা ও কারাদণ্ডসহ প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ তে উল্লেখিত বিভিন্ন দণ্ড প্রদান করা যাবে এবং এ দণ্ডবিধির সাথে শরীয়তের কোনো বিরোধ নেই।

বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও পরবর্তী গবেষণার সুযোগ

"প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ : শরয়ী পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' ও 'ইসলামী অর্থনীতি'তে প্রতিযোগিতার সাদৃশ্যের বিষয়টি তুলনামূলকভাবে ব্যাখ্যা করে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পর্যালোচনার মাধ্যমে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হলে আরও বেশি কার্যকর গবেষণা হতো। এক্ষেত্রে ইসলামী বাণিজ্য আইনে প্রতিযোগিতার সংশ্লিষ্টতা এবং কর্মকৌশল কী তা দেখানো সম্ভব হলে গবেষণাটি আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হত। তদুপরি বর্তমান গবেষণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসকল সীমাবদ্ধতার বিষয়ে আরও নতুন গবেষণা হতে পারে। একইসাথে জনমত যাচাই, আইনজ্ঞদের মতামত গ্রহণ, পত্র-পত্রিকার তথ্য বিশ্লেষণ, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য প্রতিবেদন, পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য ইত্যাদি পর্যালোচনা করা সম্ভব হলে কার্যকর সুপারিশমালা তৈরি করা সম্ভব হতো। চিহ্নিত তথ্যভাণ্ডারগুলো বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে আরো অধিকতর গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

উপসংহার

বাজার ব্যবস্থাপনা ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় গৃহীত বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত প্রতিযোগিতা আইনে একচেটিয়া বাজার, মজুদদারী, যোগসাজশে কৃত্রিমভাবে পণ্যের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি এবং কর্তৃত্বমূলক অবস্থানের অপব্যবহার ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উৎপাদন, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে ইসলাম সুষ্ঠু বিধান দিয়েছে। এ সকল বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রচলিত প্রতিযোগিতা আইনের বিষয়াদি ইসলামী নির্দেশনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হিসেবে দৃশ্যমান। প্রচলিত আইনের পাশাপাশি ইসলামী আইনের বিধানাবলির তুলনামূলক চিত্র জনসমাজে বহুল প্রচার সম্ভব হলে ভোক্তা, ক্রেতা, বিক্রেতা, সরবরাহকারী, শ্রমিকসহ সকল শ্রেণীপেশার মানুষের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। সর্বোপরি, বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ আইনের উপযোগিতা প্রমাণিত।

Bibliography

Al Qur'ān Al Karīm

Al Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn Ḥusain. 2003. *Al Sunan Al Kubrā*. Bairūt: Dār Al Kutub Al 'Ilamiyyah.

Al Qarḍāwī, Yusuf. 1984. *Islame Halal Haramer Bidhan*. Translated by: Abdur Rahim. Dhaka: Khairun Prokashani

Al Shahāwī, Ibrāhīm Dasūqī. 1962. *Al Ḥisabah Fil Islām*. Maktabah Dār Al 'Arūbah

Al Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā. 1395H. *Sunan Al Tirmidhī*. Cairo: Maṭba'ah Muṣṭafā Al Bābī Al Ḥalabī

Al Ẓāhir, Khālid khalīl &Tabarrah, Ḥasan Muṣṭafā. 1997. *Niẓāmul Ḥisbāh: Dirāsatun fil Idāratil Iqtiṣādiyyah lil Mujtama'a Al 'Arabī Al Islāmī.* 'Ammān: Dārul Masīrah

Ali, Md. Zafar. 2022. ''Utpadito Khaddyo Ponnye Bhejal Protirodhe Rasulullah Sm. Er Nirdeshona'' *Islami Ain O Bichar*. 18: 69 & 70, 27-52. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre

Arnold, J. M., Nicoletti, G., & Scarpetta, S. 2011. ''Regulation, Resource Reallocation and Productivity Growth". *European Investment Bank Papers*. 16:1, 90-115.

Bangladesh Competiton Comission. 2018. *Barshik Protibedin 2017-18*. Dhaka : Bangladesh Competiton Comission

Bangladesh Gazette, Dec. 17, 2012. Dhaka: Bangladesh Government Press

Connor, J. M., & Bolotova, Y. (2006). Cartel overcharges: Survey and meta-analysis. *International Journal of Industrial Organization*, 24(6),11091137. https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2006.04.003

Cubero, A. I. R., & Trescastro-López, E. M. 2020. A history of the sugar and cement cartels in twentieth-century Spain. *Scandinavian Economic History Review*. https://doi.org/10.1080/03585522.2020.173550

Friedman, Milton. 2002. *Capitalism and Freedom.* Chicago: The University of Chicago Press

Gutmann, J., & Voigt, S. 2014. ''Lending a hand to the invisible hand? Assessing the effects of newly enacted competition laws''. *Social Science Research Network*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2392780

Ibn Al Qayyim, Shams Al Dīn Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb. 1411H. *I'ilām Al Muwaqqi'īn*. Bairūt: Dār Al kutub Al 'Ilamiyyah

Ibn Ḥazam. Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad. ND. *Al Muḥallā*. Bairūt: Dār Al Kutub Al 'Ilamiyyah.

Ibn Mājah, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd. ND. *Sunan Ibn Mājah*. Cairo: Dār Iḥyā Al Kutub Al 'Arabiyyah

Ibn Qudāmah, Muwaffaq Al Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. 1417H. *Al Mughnī*. Riyad: Dār 'Ālam Al Kutub

Johan, Arvie. 2015. Monopoly Prohibition According To Islamic Law: A Law And Economics Approach. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1), 166-178. https://doi.org/10.22146/jmh.15904

Mālik, Ibn Anas Al Aṣbaḥī. *Al Muwaṭṭa*. 1425H. Edited By: Muṣṭafā Al A'aẓmī. Abū Ẓabī: Muassasah Zāyid Ibn Sulṭān Āl Nahiyān

MolJPA, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh. 1973. Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973. Dhaka. Government of Bangladesh

Musaed, N. Alotaibi. 2010. Does the Saudi Competition Law Guarantee Protection to Fair Competition? A Critical Assessment (Thesis, Doctor of Philosophy Degree). Lancashire(UK): University of Central Lancashire.

Muslim, Abū Al Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj. ND. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited By: Fuwād 'Abd Al Bāqī. Bairūt: Dār Iḥyā Al Turāth Al 'Arabī

Productivity Commission. 2005. Review of National Competition Policy Reforms. Productivity Commission Inquiry Report No. 33.

Qairūz, Aḥmad Ibrāhīm. 2016. *Al Maisir Wal Qimār.* Dawlah Qaṭar: Wazārah Al Awqāf

Yahya, Abul Fatah Muhammad. 2003. *Islami Arthonitir Adhunik Rupayan*. Dhaka: Qowmy Publications

The Business Standard, Nov. 26, 2019. www.tbsnews.net/bangla/বাংলাদেশ/৩৪১-পেঁয়াজ-আমদানিকারকের-তথ্য-সংগ্রহ-করছে-সরকার

Qayyum, Ahmed. 2023. ''Pritijogita Ainer Proyog Keno Guruttopurno" *Prothom Alo.* Feb. 09. https://www.prothomalo.com/bangladesh/oiml992n8v